দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 04 JAN 1997
পৃঃ ৪ কলাম ৭

# প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষ

পয়লা জানুয়ারি থেকে দেশব্যাপী পালন করা হচ্ছে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষ। প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার এবং উন্নয়ন উপলক্ষে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন ১৫ দিনব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে সরকারী নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ করা যায়, আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করে একটি শিক্ষিত জাতি গঠন করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকালে যে দুরবস্থার চিত্রটি সকলের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তাতে দেখা যাবে গাছের তলায় বসে আছে বই-খাতা নিয়ে এদেশের কোন না কোন গ্রামাঞ্চলের শুটিকয় শিশু। অধিকাংশ প্রাইমারি স্কুলে ছাত্র নেই, যেখানে আছে সেখানে বসার বেঞ্চ নেই, শিক্ষক নেই। যে সব স্কুলে শিক্ষক আছেন তাঁরা নিয়মিত স্কুলে আসেন না।

কেবলমাত্র আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এরূপ নৈরাজ্যজনক অবস্থা বিরাজ করছে না, উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও নৈরাজ্যজনক অবস্থা ও নানাবিধ সঙ্কট রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার ওপর যতই জোর দেয়া হচ্ছে, যতই বস্তু আটুনি দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে ততই যেন বার বার ফস্‌কা গেরোর আকার ধারণ করছে। ফলে যেমন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটছে না, তেমনি উচ্চতর শিক্ষাও উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারছে না। আমাদের হাতে যে তথ্য রয়েছে সে অনুসারে দেশে মোট সরকারী প্রাইমারি স্কুল আছে ৫২ হাজার। আর প্রাইমারি পর্যায়ে মাদ্রাসা রয়েছে ১৫ থেকে ১৬ হাজার। বর্তমান সরকার প্রায় প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা বলেছে। কিন্তু সে কর্মসূচীর কাজ এখনও শুরু হয়নি। আমাদের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রাইমারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপ্রতুল। কেবল প্রাইমারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেই যে শিক্ষার প্রসার ঘটবে তাও নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সাথে সাথে শিক্ষক, প্রয়োজনীয় শিক্ষার সাজসরঞ্জাম তথা বইপত্রের কথাও এসে পড়ে। তদুপরি এদেশে শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু শিক্ষার্থীরও প্রবল অভাব রয়েছে। কারণ দারিদ্র্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রবল বাধা। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করার লক্ষ্যে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী গ্রহণ করেও প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। একশ্রেণীর শিক্ষক তথা সরকারী কর্মচারীর দুর্নীতির কারণে দরিদ্র অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি মোটেই আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি।

গত পয়লা জানুয়ারি থেকে দেশব্যাপী যে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে তার কর্মসূচীর মধ্যে প্রথমদিন থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করার কথা রয়েছে।

প্রতিবছর প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ নিয়ে যে দুর্নীতি ও অরাজকতার সৃষ্টি হয়, এ বছর অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি যাতে না হয় তার প্রতি সজাগ থাকা ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক বলে আমরা মনে করি। দেশের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হলে প্রকৃতপক্ষেই প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর জোর দিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের অন্তরায়গুলো দূর করা না হলে দেশ থেকে আগামী দশ বছরের মধ্যে তো দূরের কথা, কোন অবস্থায়ই নিরক্ষরতা দূর করা সম্ভব হবে না।

বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীগুলো যাতে মাঝপথেই ভেস্তে না যায় তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। প্রতিটি গ্রামে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সাথে সাথে বেসরকারী পর্যায়েও যাতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে তার জন্য বেসরকারী উদ্যোগে প্রাইমারি স্কুল স্থাপনের জন্য যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, সেই নীতিমালাকে সংস্কার করে তার কিছু কিছু শর্ত শিথিল করা আবশ্যক যাতে স্থানীয় উদ্যোক্তারা আগ্রহী হন। নীতিমালা ঢেলে সাজানো প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। শিক্ষা যে জাতির মেরুদণ্ড এবং প্রাথমিক শিক্ষা যে তার মূল ভিত্তিভূমি এ কথাটা উপলব্ধি করতে হবে।